দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

গত ২৯ এপ্রিল '৯৫ দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবৈধভাবে শিক্ষা খাতে বছরে ৫০ কোটি টাকা ভারতে পাচার হচ্ছে। তা ছাড়া বৈধভাবে শতাধিক কোটি টাকা ভারতে পাচার হচ্ছে বলে ৩০-৪-৯৫ তারিখে জনকণ্ঠের এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর সরকারী কোন ভাষ্য আজও প্রকাশিত হয়নি। ধরে নেয়া যেতে পারে প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল। এ ছাড়া প্রায় এক লাখের মতো এ দেশের ছাত্রছাত্রী ভারতে পড়াশোনা করছে। এসব ছাত্রছাত্রী হচ্ছে—এদেশের স্বাধীনতার পর গজিয়ে ওঠা বিত্তবানদের সন্তান। কারণ হিসাবে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সন্ত্রাস, হানাহানি, মারামারি ও সেশন জট চলছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে শিক্ষার পরিবেশ ও মান অনেক উঁচু। সামর্থ্য থাকলে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা সেসব দেশে পড়াশোনা করতে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে এর মধ্যে আমাদের গৌরবের কিছু নেই।

বর্তমানে আমাদের দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের দ্বারে উপনীত। শিক্ষক মহোদয়রা টাকার পিছনে ঘুরছেন, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মনোনিবেশ করার অবকাশ তাঁদের নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর করুণ অবস্থা। শিক্ষার মান নেই বললেই চলে। সে সুযোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কিন্ডারগার্টেন, ও লেভেল, এ লেভেল স্কুল এবং বিভিন্ন কোচিং সেন্টার। এসব স্কুলে লেখাপড়া করে বিত্তবানদের ছেলেমেয়েরা। যাদের অর্থ নেই, তাদের জন্য লেখাপড়া করার কোন সুযোগ নেই। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা যদি সঠিকভাবে না হয়, শুধু কিছুসংখ্যক বিত্তবানের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থাই যদি সুদৃঢ় করা হয়, তাতে জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে না। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্যারিস থেকে ফিরে এসে বললেন, গ্রামেও এখন কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। কি চমৎকার ব্যবস্থা!

শহরের স্কুলগুলোতে ৮০/৯০/১০০ টাকারও বেশি মাসিক বেতন নেয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। পরীক্ষার ফি বাবদ নেয়া হয় মোটা অঙ্কের টাকা। এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ নেয়া হয় ২৫০০ থেকে ৪০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত। গ্রামের স্কুলও কম যায় না। সেসব স্কুলেও দু'তিন হাজার টাকা নেয়া হয় এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ। শিক্ষা বোর্ড ঘোষণা করেছে, নিয়মের বাইরে কোন স্কুল যদি ফি বাবদ বেশি টাকা নেয়, তা হলে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবুও সেসব স্কুলে বিনাদ্বিধায় টাকা নেয়া হচ্ছে। বেশি টাকা নেয়া হলেও তার কোন রশিদ দেয়া হচ্ছে না।

দেশে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে, মেয়েরা বিনাবেতনে স্কুলে লেখাপড়া করবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উপ-বৃত্তিও দেয়া হবে। অথচ শহর এলাকায় এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। এদিকে শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত এবং বস্তিবাসী বিত্তহীন শ্রেণীর লোকজনের পক্ষে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের সহযোগিতা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। যাদের টাকা আছে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে এবং দেশের ব্যয়বহুল স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করাচ্ছে। আমাদের মতো গরিব মানুষের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানো মানে সোনার হরিণ ধরা। তা হলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীবর্গ যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলে চলেছেন, তার সত্যতা কতটুকু। ধনী-দরিদ্র সকলের শিক্ষার জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে বলে ইতোমধ্যে সরকার ঘোষণা করেছে। কিন্তু উপরের অবস্থা যদি বিদ্যমান থাকে— এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য।

গরিব সাধারণ মানুষ যখন তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে পারছে না, শিক্ষার উপকরণ কিনতে পারছে না, শুধু বিত্তবানরাই তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ পাচ্ছে— তখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু একশ্রেণীর ভাগ্যবানের হাতেই কুক্ষিগত হয়ে থাকছে না কি? এতে কি দেশের সত্যিকার কল্যাণ সাধিত হতে পারে?

আবুল কাশেম চৌধুরী
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংস্থা